জেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়, ঝিনাইদহ এর কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র
সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জন সমূহ:

ঝিনাইদহ জেলা কৃষিপণ্য পান ও কলা উৎপাদনে দেশ ব্যাপী যার খ্যাতি, প্রায় ২০ লক্ষ জনসংখ্যা অধ্যুষিত এই জেলায় পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, মা ও শিশু স্বাস্থ্য, কিশোর কিশোরী স্বাস্থ্য সেবা প্রদানসহ বাল্য বিবাহ রোধ বিষয়ে সেবা প্রদানের সাথে সাথে সচেতনামূলক ও উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। বিগত করোনাকালীন সময়ে এই বিভাগ করোনা প্রতিরোধে জনসচেতনা বৃদ্ধি এবং টিকাদান কার্যক্রমে উল্লেখযোগ্য ভুমিকা পালন করেছে। খুলনা বিভাগের প্রথম জেলা হিসাবে ঝিনাইদহ জেলায় ই-রেজিস্ট্রেশনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ই-রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ের সেবা প্রদান কার্যক্রমের তথ্য উপাত্ত ডিজিটালাইজ করা হয়েছে। বর্তমান মাঠ পর্যায়ে ৩৮৭ টি ট্যাবের মাধ্যমে কাজ পরিচালিত হচ্ছে এবং ১০/০২/২০২১খ্রিঃ তারিখ এই জেলাকে পেপারলেস জেলা হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে যার মাধ্যমে বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইস্তেহার প্রতিফলিত হয়েছে। কিশোর কিশোরী স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের ক্ষেত্রে এই জেলা বেশ অগ্রগামী। বর্তমানে জেলাধীন মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র ও ইউনিয়ন স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে স্থাপিত ০৮টি কৈশোর বান্ধব স্বাস্থ্যসেবা কর্ণারের মাধ্যমে সেবা কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে এবং এ পর্যন্ত প্রায় ৭৮১২৩ জন কিশোর কিশোরী কে স্বাস্থ্য ও পরামর্শ সেবা প্রদান করা হয়েছে। ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র গুলোতে গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়েদের সেবা কার্যক্রমে আরো গতিশীলতা আনায়নের লক্ষ্যে ২২টি কেন্দ্রকে ২৪/৭ কর্মসূচীর আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে যেখানে স্বাভাবিক ডেলিভারী বৃদ্ধি পেয়েছে । ঝিনাইদহ জেলায় ২০-২১, ২১-২২, ২২-২৩ অর্থ বৎসরে স্বাভাবিক ডেলিভারীর সংখ্যা ছিল ১৯৮৮, ২১৪৯ ও ২১৭৭ জন। এই সমস্ত মায়েরা গর্ভকালীন ও প্রসব পরবর্তী সেবাও গ্রহণ করছেন যার তথ্যগত পরিমান ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ৮৬৯১ জন, ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ৮৪২৩ জন ও ২২-২৩ অর্থ বছরেরএপ্রিল পর্যন্ত) ৮৫৫২ জন।

ঝিনাইদহ পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ যেমন মাঠ পর্যায়ের সেবাদনের তথ্য উপাত্ত ডিজিটালাইজ করেছে তেমনি সুপারভিশন ও মনিটরিং এর ক্ষেত্রকেও ডিজিটাল করেছে। কর্মকর্তা ও সেবা প্রদানকারীগণ নিয়মিত তাদের কার্যক্রম ফেসবুক পেজ-এ আপলোড করছে। ঝিনাইদহ জেলায় পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহীতার হার ৭৮.৬৮% -এ বৃদ্ধি পেয়েছে (এম আই এস প্রতিবেদন জুন ২০২৩)। মোট প্রজনন হার ১.৬ এ নেমে এসেছে যা জাতীয় মানের চেয়ে অনেক এগিয়ে। আশ্রায়ন প্রকল্পে পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ সেবা কার্যক্রম চলমান রেখেছে এবং আশ্রায়নে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহনের হার ৮৬.৬৬%।

স্বাস্থ্য বিভাগের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে কোভিড-১৯ কে মোকাবেলার জন্য এই জেলার সকল কর্মকর্তা ও সেবা প্রদানকারীগণ এবং অন্যান্য কর্মচারীগণ সম্মুখ সারীর যোদ্ধা হিসেবে কাজ করে অতুলনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। করোনা পরবর্তীতে বর্তমানে পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ আগেকার কম অগ্রগতি পুষিয়ে নেয়ার জন্য নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছে।